তারিখ 22 APR 2018
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সংবাদ

গাইবান্ধায়

দশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে গিয়ে শিক্ষকদের কাছে ঘুষ দাবি ডিআইএ কর্মকর্তার

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলায় ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে গিয়ে প্রায় সবকটি প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক-কর্মচারীর এক মাসের এমপিও (বেতনভাতা) ঘুষ দাবি করেছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরের (ডিআইএ) আব্দুল্লাহ আল মামুন নামের এক কর্মকর্তা। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক-কর্মচারীদের অর্ধ-মাসের এমপিও ঘুষ হিসেবে দিতে চাইলেও ওই কর্মকর্তা তাতে রাজি হয়নি। এ নিয়ে এখন কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দেন-দরবার চলছে; বাকি কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে চাহিদা অনুযায়ী ঘুষ প্রদান করা হয়েছে বলে হয়রানির শিকার কয়েকজন শিক্ষক সম্প্রতি আইন মন্ত্রণালয়ের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে নালিশ জানিয়েছেন।

গাইবান্ধা পরিদর্শন শেষে এই কর্মকর্তা ইতোমধ্যে ময়মনসিংহের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও পরিদর্শন করেছেন। বর্তমানে তিনি ঝিনাইদহে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে নিয়োজিত রয়েছেন বলে জানা গেছে। ২০১৫ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির গাড়ি চালকের সুপারিশে আব্দুল্লাহ আল মামুন ডিআইএ'তে পদায়ন পান। অঘোষিত ওই চুক্তির আলোকেই ঘুষের অর্থ তিনি নিয়মিত ওই গাড়ি চালককে দিয়ে থাকেন বলে তার দুজন সহকর্মী নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংবাদকে জানিয়েছেন। ঘুষের অভিযোগের বিষয়ে বক্তব্য জানতে চাইলে আব্দুল্লাহ আল মামুন সংবাদকে বলেন, 'আমি

দশ : পৃষ্ঠা ১৫ ক ১

দশ : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মাসখানেক আগে গাইবান্ধায় পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। পরিদর্শন রিপোর্ট এখনও লিখিনি। আমি কারো কাছেই এমপিও বা টাকা-পয়সা দাবি করিনি; যারা অভিযোগ করেছেন, তারা তাহা মিথ্যা বলছেন।'

নাম প্রকাশ না করার শর্তে আইন মন্ত্রণালয়ে কর্মরত সরকারের উচ্চপদস্ত এক কর্মকর্তা বলেন, 'আমার স্ত্রী গাইবান্ধা পলাশবাড়ীর একটি স্কুলের শিক্ষক। তার অন্যান্য সহকর্মীর মতো তাকেও এক মাসের এমপিও দিতে হয়েছে ডিআইএ'র ওই কর্মকর্তাকে। এমনকি স্কুলের প্রধান শিক্ষক অর্ধ-মাসের এমপিও দেয়ার প্রস্তাব দিলে ওই কর্মকর্তা আরও ক্ষেপে যান এবং কঠিন রিপোর্ট (প্রতিবেদন) দেয়ার হুমকি দেন।'

ওই কর্মকর্তা আরও জানান, উপজেলা পর্যায়ের একটি এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে মাসে প্রায় আড়াই লাখ টাকা বেতনভাতা দেয় সরকার। এ হিসেবে ১০টি প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২৫ লাখ টাকা বেতনভাতা হয়।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ডিআইএ'র পরিচালক প্রফেসর আহাম্মেদ সাজ্জাদ রশীদ সংবাদকে বলেন, 'স্কুল-কলেজ পরিদর্শনে গিয়ে তো এভাবে ঘুষ চাওয়ার প্রশ্নই আসে না। কেউ ঘুষ চাইলে এবং এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেলে অবশ্যই প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে। কাউকে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে দেয়া হবে না।'

এদিকে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও বরিশালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে গিয়েও বর্তমানে ডিআইএ'র আরও দুজন কর্মকর্তা চাহিদা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান প্রতি এক মাসের করে এমপিও দাবি করেছেন, যাদের একজন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মচারীর সুপারিশে নিয়োগ পাওয়া। এ নিয়ে ইতোমধ্যে ডিআইএ'র কর্মকর্তাদের কাছেই অভিযোগ করা হয়েছে।

এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কয়েকজন কর্মচারীর সুপারিশে নিয়োগ পাওয়া আরও দুতিনজন দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা পরিদর্শনের নামে বিভিন্ন জেলায় স্কুল-কলেজ থেকে ঘুষ আদায় করে আসছেন।

ডিআইএ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা সারাদেশের এমপিওভুক্ত ও আংশিক এমপিওভুক্ত স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত করেন। বর্তমানে সারাদেশে প্রায় ৩৬ হাজার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ডিআইএ'র হিসেবে, দেশের সিংহভাগ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগে নানারকম জালিয়াতির আশ্রয় নেয়া হয়। ভুয়া সনদ ও মিথ্যা তথ্যে চাকরি নেয়া হয়।

এই ধরনের অনিয়মের পেছনে মুখ্য ভূমিকা রাখেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) কর্মকর্তা ও পরিচালনা পরিষদ। মাউশি কর্মকর্তারা টাকার বিনিময়ে অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক নিয়োগে সহযোগিতা করেন এবং এমপিওভুক্তও করেন। এসব অনিয়মকে ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করেন শিক্ষা পরিদর্শকরা। মাউশি'র কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও স্কুল-কলেজ পরিদর্শনে ঘুষ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে।

জানা গেছে, ১৯৮১ সালে ডিআইএ প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা বছরে গড়ে এক থেকে দেড় হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে প্রতিবেদন তৈরি করেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাউশি এবং ডিআইএ- এই ত্রিপক্ষী বৈঠকে ওইসব প্রতিবেদন নিষ্পত্তি করার নিয়ম রয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, প্রভাবশালী মহলের তদবিরের চাপে বড় ধরনের দুর্নীতি-অনিয়মের প্রতিবেদন বাস্তবায়ন হয় না।

২০১৭ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংস্থাটির কর্মকর্তারা বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে সারাদেশের ৪৮৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। কিন্তু প্রতিবেদন তৈরি করা হয় ৪৪৪টি। বাকি ৪৪ প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন তৈরি করা হয়নি।

৪৪৪টি প্রতিবেদনে নানা অনিয়ম-দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের কাছ থেকে ১০ কোটি ২৬ লাখ ৩২ হাজার ৫০০ টাকা আদায় করে সরকারের কোষাগারে জমা দেয়ার সুপারিশ করেছে ডিআইএ। কিন্তু এই অর্থ আদায়ে মাউশি ও মন্ত্রণালয়ের কোন তৎপরতা নেই বললেই চলে। এমনকি অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাও নেয়া হয় না।

এর আগে ২০১৬-১৭ সালে দুই হাজার ৯১৬টি প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন করেন ডিআইএ কর্মকর্তারা। কিন্তু প্রতিবেদন তৈরি করা হয় এক হাজার ৪৭৬টি প্রতিষ্ঠানের।

এসব প্রতিবেদনে সরকারের কাছ থেকে অবৈধভাবে হাতিয়ে নেয়া ৯ কোটি ৭০ লাখ ৪৩ হাজার ৭৬৪ টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরত দেয়ার সুপারিশ করা হয়। ডিআইএ'র হিসাবে, সব মিলিয়ে বর্তমানে সারাদেশের শিক্ষক-কর্মচারীর কাছে সরকারের পাওনা রয়েছে (অবৈধভাবে এমপিও) ৫৩৫ কোটি ৭৭ লাখ ছয় হাজার ৯৮৬ টাকা। এসব অভিযোগ নিষ্পত্তি করতে গিয়ে নানা অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে মাউশি ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। এর ফলে ওই অর্থ আর আদায় হচ্ছে না।